আইডিয়া কিভাবে তৈরি করবেন?

আপনি যে সমস্যটি সমাধানের জন্য আপনার আইডিয়াটি উদ্ভাবন করেছেন, তা সত্যি সত্যি সমস্যাটির সমাধান করবে কিনা, তা জানার জন্য আপনাকে ধাপে ধাপে নীচের প্রশ্নগুলির উওর খুঁজতে হবেঃ

১. সমস্যাটি কি কি কারণে হচ্ছে?
২. এমন কি কোন কারণ রয়েছে যা আমি বিবেচনায় আনিনি?
৩. অন্যান্যরা এই সমস্যাটির ব্যাপারে কি বলছে?
৪. সমস্যাটির প্রকৃত কারণগুলো কি কি?
৫. আমি যে আইডিয়া উদ্ভাবন করেছি, তা কি এই কারণগুলিকে বিবেচনায় নেবে?
৬. আমার আইডিয়াটি যদি অন্তত একটি কারণকে বিবেচনাতে না নেয়, তাহলে সেই কারণকে বিবেচনাতে নিতে হলে কি করতে হবে?
৭. আমার আইডিয়াটি কিভাবে বাস্তবায়িত হবে?

আমরা এখন উপরের প্রতিটি ধাপই একে একে আলোচনা করছি।

সমস্যাটি কি কি কারণে হচ্ছে?

ধরা যাক, আপনি রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম কমানোর জন্য একটি খুব বড় আইডিয়া উদ্ভাবন করেছেন। আপনি এই আইডিয়াটির ব্যাপারে খুব আত্মবিশ্বাসী এবং আপনি মনে করছেন এই আইডিয়াটি বাস্তবায়িত হলেই শহর থেকে ট্রাফিক জ্যাম সারা জীবনের জন্য দুর হয়ে যাবে।

কিন্তু আপনার আইডিয়াটি সত্যি সত্যি রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম কমাবে কিনা, তা জানার জন্য আপনাকে প্রথমেই দেখতে হবে আমাদের রাস্তাগুলিতে ট্রাফিক জ্যাম কেন হচ্ছে। ধরা যাক, আপনি বেশ কয়েক ঘন্টা বিষয়টি নিয়ে গভীর চিন্তা

©Ideas for Development (IFD)
ideasfd@gmail.com, www.ideasfd.org

করলেন এবং আপনার নোট বইয়ে সমস্যাটি কেন হচ্ছে সেই সম্পর্কে নীচের কারণগুলি চিহ্নিত করলেনঃ

আপনি লিখলেন, আমাদের রাস্তাগুলিতে ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে কারণঃ

১. আমাদের রাস্তাগুলি খুব সরু;
২. আমাদের রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা খুব বেশি;
৩. আমাদের জনসংখ্যা অনেক, এবং
৪. আমাদের ট্রাফিক পুলিশরা যথেষ্ট দক্ষ নয়।

এখন আপনি চিন্তা করে দেখলেন আপনার বৃহৎ আইডিয়াটি এই চারটি কারণকেই বিবেচনাতে নিয়েছে এবং সমস্যাটির সমাধান করেছে। আপনি এই আবিষ্কার করে আনন্দে লাফাতে লাগলেন। ইউরেকা, ইউরেকা বলে চিৎকার করতে লাগলেন।

কিন্তু আপনার চিন্তাধারা আসলে ঠিক নয়!

তাই এতো আনন্দিত হওয়ার আসলে কিছু নেই।

আপনার চিন্তাধারা কেন ঠিক নয়, তা জানার জন্য বিষয়টি সম্পর্কে আরো আলোচনা করা যাক।

এমন কি কোন কারণ রয়েছে যা আমি বিবেচনায় আনিনি?

আপনি ট্রাফিক জ্যামের মাত্র চারটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে কিছু কারণ রয়েছে যা সত্যি সত্যি ট্রাফিক জ্যামের কারণ, কিন্তু কিছু কারণ রয়েছে যা মুলত এই সমস্যাটির কারণ নয়।

যেমন, আমরা যদি বলি লন্ডনের রাস্তাগুলোতো আপনার শহরের রাস্তার চেয়ে আরো সরু, তাহলে সেখানে ট্রাফিক জ্যাম আপনার শহরের চেয়ে কম কেন?

তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, সরু রাস্তা কি ট্রাফিক জ্যামের কারণ হতে পারে?

এর উত্তর হতে পারে ‘না’।

লন্ডনে সরু রাস্তা থাকার পরও সেখানে যে ট্রাফিক জ্যাম আপনার শহরের চেয়ে কম, তার কারণ হতে পারে, লন্ডনে একটি খুব ভালো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম রয়েছে। তাহলে সরু রাস্তার চেয়েও একটি খুব ভালো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম না থাকাটাই বরং ট্রাফিক জ্যামের একটি কারণ।

সুতরাং, আপনি বুঝতেই পারছেন, একটি সমস্যার মূল কারণ জানার জন্য আপনাকে খুবই গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

অন্যান্যরা এই সমস্যাটির ব্যাপারে কি বলছে?

তাহলে আপনি দেখুন, আপনি ট্রাফিক জ্যামের একটি বড় কারণ বিবেচনাতে না এনে ভুল করে একটি কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিবেচনায় নিয়েছেন। এই কারণে ট্রাফিক জ্যামের সকল সম্ভাব্য কারণ জানার জন্য আপনাকে দেখতে হবে অন্যান্যরা এই সমস্যাটির কারণ সম্পর্কে এর আগে কি কি বলেছে।

এটি জানার জন্য আপনাকে প্রচুর গবেষণা করতে হবে। গবেষণা হল বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করা। সহজ ভাষায় একটি সমস্যা 'কেন' হচ্ছে, সেই উত্তর জানার নামই গবেষণা।

তাই আপনাকে জানতে হবে, "আমাদের শহরে ট্রাফিক জ্যাম কেন হচ্ছে?", এই প্রশ্নের উত্তরটি বের করতে গিয়ে অন্যান্যরা এখন পর্যন্ত কি কি বলেছে।

সকলের এই উত্তর জানার জন্য আপনাকে পত্রিকা, বিভিন্ন প্রকাশনা, কিংবা বিভিন্ন গবেষণা পেপার পড়তে হতে পারে। আবার আপনাকে বিভিন্ন সেমিনারে গিয়েও শুনতে হতে পারে এই সমস্যাটির ব্যাপারে সবাই কি বলছে। সেই সাথে যে সকল ব্যক্তিবর্গ এই সমস্যাটির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত, তাদের উপর বিভিন্ন জরিপ করারও প্রয়োজন পড়তে পারে।

এখন ধরা যাক, আপনি বিস্তর গবেষণা করার পর ট্রাফিক জ্যামের নীচের কারণগুলি চিহ্নিত করলেনঃ

১. আমাদের রাস্তাগুলো সরু;
২. আমাদের রাস্তায় তিন চাকার যানের সংখ্যা খুব বেশি;

©Ideas for Development (IFD)
ideasfd@gmail.com, www.ideasfd.org

৩. আমাদের পাবলিক বাস এবং একটি ভাল পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম নেই;
৪. আমাদের পুলিশরা দক্ষ নয়;
৫. আমাদের রাস্তায় আর্মি নেই, এবং
৬. আমাদের সিগন্যালিং ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ।

এই কারণগুলি লিখে ফেলার পর আপনি এমন একটি সমাধান দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন যার মাধ্যমে আমাদের রাস্তাগুলিকে আরো চওড়া করা হবে, রাস্তা থেকে তিন চাকার যান তুলে ফেলা হবে, রাস্তায় আরো বেশি পাবলিক বাস নামানো হবে এবং একটি পাতাল রেলের ব্যবস্থা করা হবে, পুলিশদেরকে ট্রেনিং দেয়া হবে, রাস্তায় আর্মি নামানো হবে, এবং সিগন্যালিং ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো সারানো হবে।

এখন প্রশ্ন হল, এই প্রস্তাবটি কি বাস্তবভিত্তিক কিংবা এই প্রস্তাবনাগুলো কি সত্যিই সমস্যাটির সমাধান করবে?

আপনার এই প্রস্তাবটি শোনার পর কেউ যদি আপনাকে নীচের প্রশ্নগুলি করে, তাহলে আপনার উত্তর কি হবে?

১. রাস্তা থেকে তিন চাকার যান তুলে নেয়ার কারণে এক বিশাল দরিদ্র গোষ্ঠী যে কর্মহীন হয়ে যাবে, তাদের কি হবে?

২. রাস্তাগুলোকে যদি আরো চওড়া করা হয়, তাহলে তাদের কি হবে যাদের বাড়ি ঘর ভাঙতে হবে? তাদের ক্ষতিপূরণ কিভাবে দেয়া হবে? সরকারের কি সেই পরিমাণ টাকা আছে?

৩. আর্মিকে যদি ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্ব দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে ট্রাফিক পুলিশ কি করবে? ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা কি আর্মির দায়িত্ব?

৪. আপনার শহরে যদি গ্রাম থেকে মানুষ আসতে থাকে, তাহলে ট্রাফিক জ্যামের অবস্থা কি হবে? আপনার আইডিয়াটি কি এর পরও সমস্যাটির সমাধান করতে পারবে?

©Ideas for Development (IFD)
ideasfd@gmail.com, www.ideasfd.org

আপনি যদি এখন উপরের প্রশ্নগুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, রাস্তা থেকে তিন চাকার যান তুলে দেয়া ট্রাফিক জ্যামের সমাধান হতে পারে না। এই সকল দরিদ্র চালকরা যদি কর্মহীন হয়ে যায়, তাহলে তারা অবশেষে বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়তে পারে। তাই দেখা যাবে, ট্রাফিক জ্যাম কমাতে গিয়ে আপনি একটি নতুন আরেকটি সমস্যা বাড়িয়ে তুলছেন।

একইরকমভাবে (২) নং প্রশ্নটিও একই সমস্যা সৃষ্টি করবে।

আপনি যখন এই ধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন, তখন আপনাকে বুঝতে হবে আপনি ট্র্যাফিক জ্যামের প্রকৃত কারণ এখনো বুঝতে পারেননি। কারণ কোন একটি সমাধান প্রস্তাব করার পরও যদি সমস্যাটি না কমে আরো বেড়ে যায়, কিংবা আরেকটি সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাহলে বুঝতে হবে আপনি এখনো এই সমস্যাটির প্রকৃত কারণ ধরতে পারেননি।

সমস্যাটির প্রকৃত কারণগুলো কি কি?

তার মানে দাঁড়ালো, আপনাকে এখন ট্রাফিক জ্যামের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে হবে। আপনি যে সকল কারণ চিন্তা করে বের করেছেন কিংবা গবেষণা করে পেয়েছেন, সেই কারণগুলোকে বিভিন্নভাবে যাচাই বাছাই করে এর মধ্য থেকে প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে হবে। এই প্রকৃত কারণগুলি বের করার পর আপনাকে দেখতে হবে এই কারণগুলি আবার কেন সৃষ্টি হচ্ছে।

এখন ধরা যাক, সবগুলি কারণ বিশ্লেষণ করার আপনি নীচের কারণগুলিকে ট্রাফিক জ্যামের প্রকৃত কারণ হিসাবে চিহ্নিত করলেনঃ

১. পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের অভাব;
২. পাতাল রেল না থাকা;
৩. গ্রাম থেকে শহরমুখী অব্যাহত মানুষের স্রোত;
৪. রাস্তা সংলগ্ন বিভিন্ন খালি যায়গা বেদখল হওয়া;
৫. কোন প্রকার পার্কিং আইন না থাকা;
৬. আইন ভঙ্গ করার জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না থাকা;
৭. রাস্তায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রাফিক পুলিশ না থাকা, এবং
৮. ত্রুটিপূর্ণ সিগন্যালিং ব্যবস্থা।

©Ideas for Development (IFD)
ideasfd@gmail.com, www.ideasfd.org

এখন প্রশ্ন হল, এই প্রকৃত কারণগুলি আসলেই প্রকৃত কারণ কিনা?

না!

এর কারণ হল, উপরে যে সকল কারণগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, এই কারণগুলি আবার সৃষ্টি হয়েছে আরো অন্যান্য কারণের জন্য। যেমন, উপরের প্রতিটি কারণের পিছনের কারণগুলো যদি একে একে সাজানো যায়, তাহলে হয়তো আমরা নিচের লিস্টটি পাবঃ

১. পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের অভাব
- দুরদৃষ্টি এবং পরিকল্পনার অভাব
- পর্যাপ্ত অর্থের অভাব

২. পাতাল রেল না থাকা
- দুরদৃষ্টি এবং পরিকল্পনার অভাব
- পর্যাপ্ত অর্থের অভাব
-

৩. গ্রাম থেকে শহরমুখী অব্যাহত মানুষের স্রোত
- গ্রামে ব্যাপক দারিদ্র্য
- গ্রামে অর্থনৈতিক স্থবিরতা
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ

৪. রাস্তা সংলগ্ন বিভিন্ন খালি যায়গা বেদখল হওয়া
- কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না থাকা
- পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা
- নজরদারীর অভাব

৫. কোন প্রকার পার্কিং আইন না থাকা
- পার্কিং আইনের অভাব
- পর্যাপ্ত রাস্তার অভাব
- আইন প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা

৬. আইন ভঙ্গ করার জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না থাকা
- ব্যাপক মাত্রার দুর্নীতি

©Ideas for Development (IFD)
ideasfd@gmail.com, www.ideasfd.org

- পর্যাপ্ত পুলিশের অভাব

৭. রাস্তায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রাফিক পুলিশ না থাকা
- পুলিশের অপ্রতুল বাজেট
- সরকারের অর্থের অভাব

৮. ত্রুটিপূর্ণ সিগন্যালিং ব্যবস্থা
- সঠিক পরিকল্পনার অভাব

এখন আপনি যদি আরো গভীরে চিন্তা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন এই প্রতিটি অন্তরালের কারণের আরো পিছনে আরো বড় বড় কারণ রয়েছে।

যেমন, "দুরদৃষ্টি এবং পরিকল্পনার অভাব কেন হচ্ছে?" – এই প্রশ্নের উত্তরটি যদি জানতে হয়, তাহলে আমরা দেখব এর জন্য ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা, সরকারি চাকরিতে অদক্ষ লোকদের নিয়োগ, সঠিক প্রণোদনার অভাব, অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ, ব্যাপক মাত্রার দুর্নীতি, ইত্যাদি বিষয়গুলিও দায়ী।

এখন আপনি যদি প্রশ্ন করতে থাকেন, এই অন্তরালের পিছনের কারণগুলি আবার কেন তৈরি হচ্ছে, তাহলে আপনি এক বিরাট কারণের তালিকা খুঁজে পাবেন।

তাহলে আপনি দেখুন, আপনি যে রাস্তায় ঘন্টার পর ঘন্টা ট্রাফিক জ্যামে প্রতিদিন আটকে থাকেন, তার পিছনে এমন সব বড় বড় কারণ রয়েছে যা আপনি হয়তো কখনো চিন্তাও করেননি।

সুতরাং, "একটি সমস্যার সৃষ্টি কেন হচ্ছে?" – এই প্রশ্নটি করতেই থাকবেন, থামবেন না।

আমি যে আইডিয়া উদ্ভাবন করেছি, তা কি এই কারণগুলিকে বিবেচনায় নেবে?

এখন আপনি উপরের আলোচনা পড়ে হয়তো ভয় পেয়ে যাবেন যে একটি আইডিয়া তৈরি করা তো খুবই কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ কাজ।

হ্যা। এটা সত্যি। তবে আপনি যদি একটি খুব বড় সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করেন, তাহলে আপনি এর পিছনের এতো সংখ্যক কারণ খুঁজে পাবেন যে, আপনি হয়তো বোরড হয়ে যাবেন, কিংবা আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন।

এই কারণে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হল মাঝামাঝি একটি সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করা এবং তার সমাধানের চেষ্টা করতে থাকা। যেমন, ধরা যাক, ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে দিনে পর দিন চিন্তা করতে করতে আপনি খেই হারিয়ে ফেললেন। এরপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে আপনি ট্রাফিক জ্যামের অন্তরালের পিছনের একটি কারণ নির্বাচন করলেন এবং তার সমাধান কি করে হতে পারে, তা চিন্তা করতে লাগলেন।

যেমন ধরা যাক, আপনি দুর্নীতি কি কারণে হচ্ছে এবং এর সমাধান কিভাবে হতে পারে, সেই ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা শুরু করতে লাগলেন।

তাহলে আপনাকে আবার সেই শুরুর ধাপগুলি ধরে ধীরে ধীরে আগাতে হবে এবং একটি একটি করে প্রশ্নের উওর খুঁজে পেতে হবে। তাই, "আমাদের সমাজে দুর্নীতি কেন হচ্ছে?" – এই প্রশ্নের উওরটি আপনাকে জানতে হবে।

এভাবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে বের করা প্রতিটি কারণ একটি নোটবইয়ে লিখুন, এবং আইএফডি এক্সক্লুসিভ পেপার ১ এর সাথে আপনার কারণগুলি মিলিয়ে দেখুন। এরপর বোঝার চেষ্টা করুন কিভাবে পেপারটিতে একটি একটি করে কারণ খুঁজে বের করা হয়েছে এবং ধীরে ধীরে একটি আইডিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

আমার আইডিয়াটি যদি অন্তত একটি কারণকে বিবেচনাতে না নেয়, তাহলে সেই কারণকে বিবেচনাতে নিতে হলে কি করতে হবে?

হ্যা। এটা হতে পারে। এমনকি বছরের পর বছর গবেষণা করার পর এবং সকল কারণ চিহ্নিত করার পরও এমন হতে পারে যে আপনি হয়তো সমস্যাটির একটি বড় কারণ ধরতে পারেননি।

ফলে আপনি যে সমাধানটি প্রস্তাব করেছেন, তা সমস্যাটির সমাধান না-ও করতে পারে। আপনার আইডিয়াটি যদি বাস্তবায়িত হয় এবং দেখা যায় যে আপনার আইডিয়াটি সমস্যাটির সমাধানে যথেষ্ট নয়, তাহলে বিষয়টি সম্পর্কে

নতুন দিকনির্দেশনার প্রয়োজন পড়বে। ফলে একটি বড় মডেল বাস্তবায়িত হওয়ার পরও কেন সমস্যাটির সমাধান হল না, সেই ব্যাপারে আরো ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজন পড়বে।

আমার আইডিয়াটি কিভাবে বাস্তবায়িত হবে?

আপনাকে কোন একটি সমাধান প্রস্তাব করার আগে ভাবতে হবে কিভাবে প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করতে হবে। আপনাকে প্রস্তাবনাটির বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপ একে একে তুলে ধরতে হবে এবং আপনাকে দেখতে হবে এই প্রতিটি ধাপে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা।

আপনি যদি কোন প্রতিবন্ধকতা খুঁজে পান, তাহলে আপনাকে বলতে হবে কিভাবে এই প্রতিবন্ধকতা দুর করা যাবে। এই প্রতিবন্ধকতা দুর করার জন্য পথ বাতলে দেয়ার সময় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, এই পন্থাগুলো যেন বাস্তবভিত্তিক হয় এবং এতে যেন সবচেয়ে কম খরচ লাগে। এই পন্থাগুলো যদি ব্যয়বহুল হয়, তাহলে আপনাকে বলে দিতে হবে এই টাকা কিভাবে আসবে।